দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JUN 1995 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪.....

সেশন জট নিরসনের মঞ্জুরী কমিশনে চার বছরের জট

রেজানুর রহমান ॥ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সেশনজট নিরসনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলেও কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে প্রায় ৪ বছরের জট সৃষ্টি হইয়াছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সর্বশেষ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৯১ সালে। ইহার পর আর কোন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি জরুরী কাজ। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সরকারী বরাদ্দ সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত তথ্য এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মঞ্জুরি কমিশনের

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সেশনজট নিরসনে

(১ম পৃঃ পর)

একটি সূত্র জানায়, প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে কমিশনের আন্তরিকতার কোন অভাব নাই। তবে প্রায়শঃই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যায় না। সরকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব মঞ্জুরি কমিশনকে নিয়মিত জানানোর নির্দেশ রহিয়াছে। অথচ বিগত কয়েকটি বছরে এই ব্যাপারে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাড়া পাওয়া যায় নাই। এই কারণেও প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে।

গতকাল খোঁজ নিয়া জানা যায়, কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন।